বঙ্কিমচন্দ্রের
সুবর্ণ গোলক
নাচে গানে নেইকো জুড়ি হাসতে হাসতে গড়াগড়ি

কালীমাতা প্রোডাকসন্সের অবদান

সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত

শৈলেন সরকার নিবেদিত

"স্বর্ণ গোলক"

পরিচালনা : মানু সেন। সঙ্গীত : হেমন্ত মুখার্জী।

চিত্রনাট্য : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিনু বর্দ্ধন॥ চিত্রগ্রহণ : অজয় মিত্র, কালী ব্যানার্জী॥ গীতরচনা : শিবদাস বন্দোপাধ্যায়॥ শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী॥ শিল্প নির্দেশক : সুনীল সরকার॥ সম্পাদনা : রবীন সেন॥ প্রধানকর্মসচিব : শিবপদ মিত্র॥ রূপসজ্জা : অনাথ মুখোপাধ্যায়॥ পটশিল্পে : আর, আর, সেণ্ডে॥ সাজসজ্জা : সিনে ড্রেস॥ আবহ সংগীত, শব্দ পুনঃযোজনা ও সংগীত : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়॥ প্রধান সহকারী পরিচালক : বিনু বর্দ্ধন : স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা॥ পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও॥ প্রচার সচিব : বিমল মুখোপাধ্যায়।

ঃ অভিনয়ে ঃ

উৎপল দত্ত, দীপঙ্কর, মহুয়া, রবি ঘোষ, প্রসেনজিৎ, চিন্ময় রায়, শম্ভু ভট্টাচার্য (অতিথি) সুলতা, দেবশ্রী, কল্যাণী, অলকা, ঝুমুর, আনন্দ, দীপক, নির্মল, স্বরাজ, সাধন, তিমির, পরিতোষ, কিরণ, ধীমান, রথীন, রবি, রূপক তাপস, বিশ্বনাথ, সমীর কুমার, দিলীপ, এবং নবাগত গৌতম সরকার ও জয়ন্ত সরকার।

কণ্ঠসংগীতে : হেমন্ত মুখার্জী, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, অনুপ ঘোষাল, পাপিয়া ব্রহ্মচারী।

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায় : হিমাংশু দাশগুপ্ত, প্রিয় মুখোপাধ্যায়॥ চিত্রগ্রহণে : শঙ্কর গুহ॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ॥ শিল্প-নির্দেশনা : রবি দত্ত॥ সম্পাদনায় : দেবু গাঙ্গুলী॥ রূপসজ্জায় : পঙ্কু দাস॥ ব্যবস্থাপনায় : সুকুমার বোস॥ চিত্র পরিস্ফুটনে : রবীন ব্যানার্জী, অবনী রায়, ফণী সরকার, তপন বোস, কানাই মুখার্জী॥ আলোক নিয়ন্ত্রণে : হেমন্ত, মনোরঞ্জন, দেবেন, বিনয়, সুখরঞ্জন, মংরু।

ঃ কৃতজ্ঞতাস্বীকার ঃ

শ্রীশম্ভুপ্রসাদ মুখার্জী, তপন কুমার গুহ, সুব্রত মুখার্জী, অমর নান, সাহা ইলেকট্রিক (হাজরা), মেঘদূত, পাকা গাঙ্গুলী, হিন্দুস্থান কপার লিঃ (ঘাটশিলা)

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত : আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশক : **মিতালী ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ**

৪৭, লেনিন সরণি, কলিকাতা-৭০০০১৩

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, লেনিন সরণি, কলিকাতা-৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

কাহিনী

কৈলাসে হরপার্বতী পাশা খেলিতেছিলেন, বাজি একটি স্বর্ণ-গোলক। বলাবাহুল্য, দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি :

তখন মহাদেব পার্বতীকে স্বীকৃত সুবর্ণ-গোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পার্বতী বলিলেন "প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব শক্তি বিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিলাম"।

মহাদেব বলিলেন "ভদ্রে, যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ঘটিতেছে, তাহার ব্যতিক্রমে কোন মঙ্গল হয় না। যাহা হউক, আমি উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য দর্শন করো।

অফিসের বড়বাবু কালীকান্ত বসু শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী কামসুন্দরী পিত্রালয়ে ছিলেন। সঙ্গে কালীকান্তর ভৃত্য রামা। পথিমধ্যে কালিকান্ত দেখিলেন, একটি সুবর্ণ-গোলক পড়িয়া আছে। কুড়াইয়া তাহা রামাকে রাখিতে দিলেন। রামা মাথার পোর্টমাণ্টো নামাইয়া গোলকটি বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। কিন্তু রামা আর পোর্টমাণ্টো মাথায় তুলিল না। কালীকান্তবাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল "ওরে রামা"। বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা"। রামা বলিল "তুই বড় বে-আদপ, দেখিস, যেন আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়া বে-আদপি করিস না। তাহারা ভদ্রলোক।" বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে তা কি পারি ? আপনি হচ্ছেন মুনিব-আপনার কাছে কি বে-আদপি করিতে পারি ?"

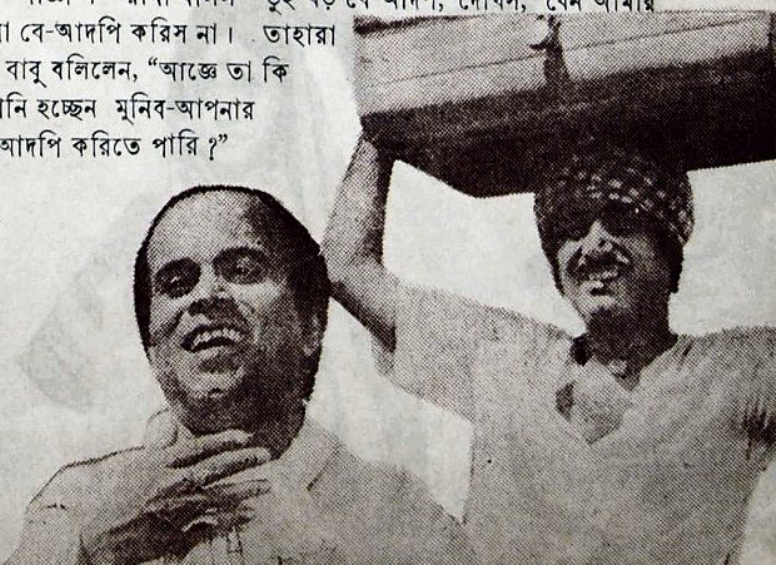

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, "প্রভো, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার স্বর্ণ-গোলকের কি গুণ এ?" মহাদেব বলিলেন "গোলকের গুণ চিত্ত বিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব। আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি ভাবিব, আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে আমি কালীকান্ত বসু, কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর; কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা রামা কে ভাবিতেছে কালীকান্তবাবু।

যাহা হউক, ভৃত্য বেশী কালীকান্তবাবু ও বাবু বেশী রামা শ্বশুরবাড়ী পৌছিলেন। তাঁহাদের দর্শণে ও আচরণে সেখানে বিস্ময়, বিভ্রম ও চরম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তৎপর গোলকের হস্তান্তরের ফলে এমন সব কাণ্ড ঘটিতে লাগিল যে অবস্থা চরম পর্য্যায়ে পৌছিল। গৃহস্বামী গৃহের চাকরাণীকে ভাবিতে লাগিল যে চাকরাণী গৃহস্বামী; চাকরাণী ভাবিতে লাগিল যে গৃহস্বামী চাকরাণী।

কৈলাসে পার্বতী বলিলেন, "প্রভো, আপনার গোলক সংবরণ করুন। এ গোলক আর মুহূর্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে॥"

মহাদেব কহিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি! এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে? কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মতো ব্যবহার করিতেছে? এ এখন পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সংবৃত করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে এবং যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না।"

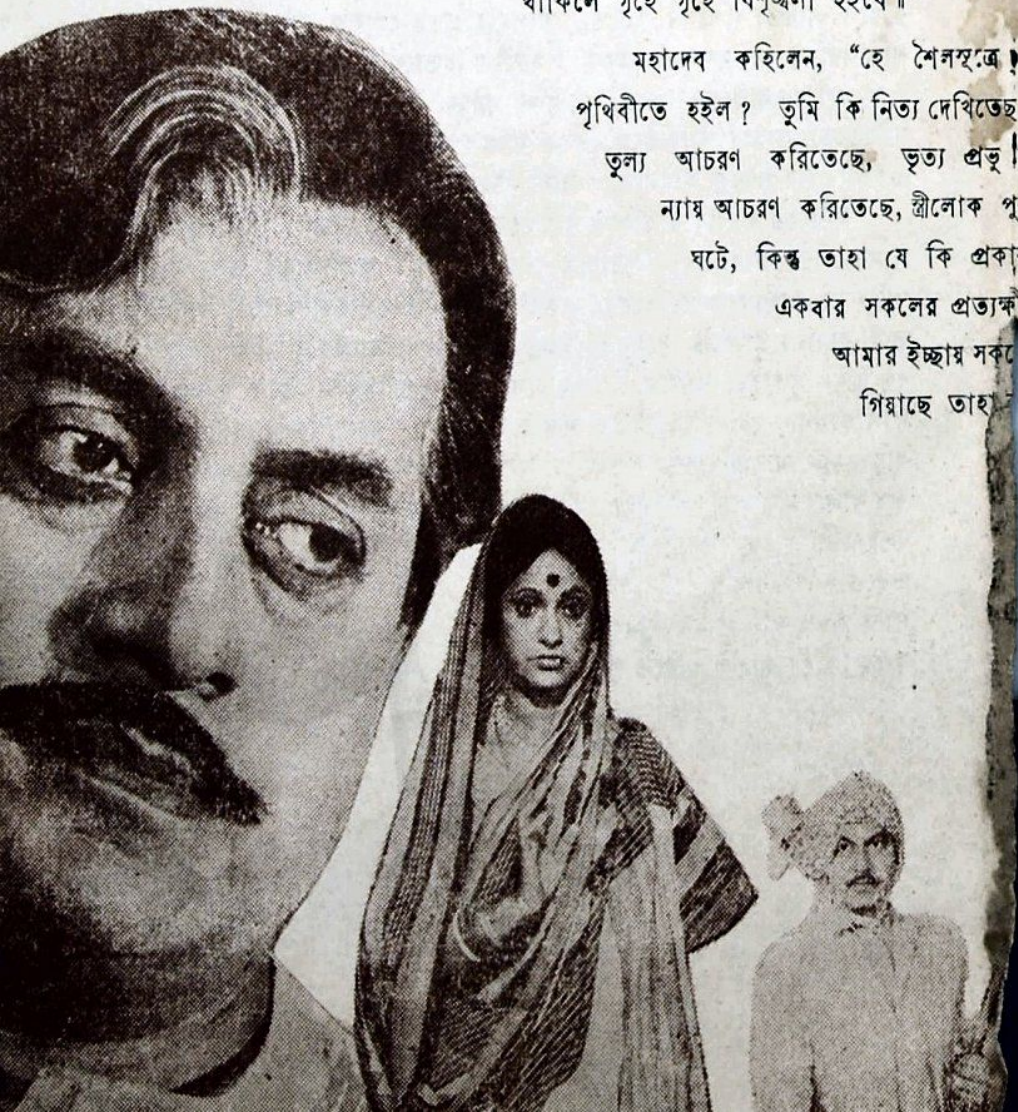

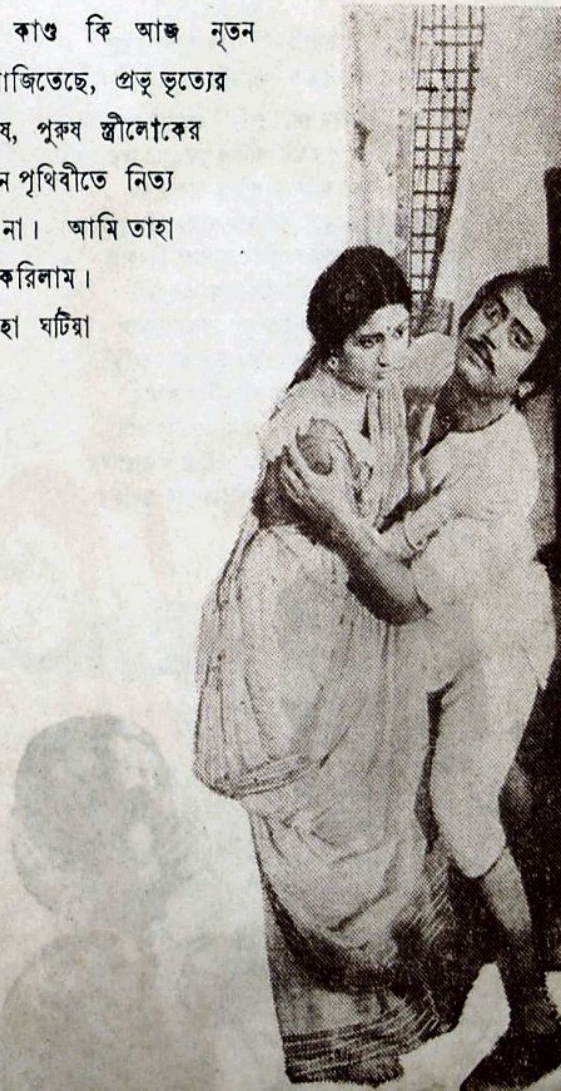

সঙ্গীত

(১)

কথা :—শিবদাস বন্দোপাধ্যায়।
কণ্ঠ :—অরুন্ধতি হোমচৌধুরী।

কতদিন আমি দেখিনি তোমার মুখ
তোমার আসার পথ চেয়ে দিন গুনছি
কখন জানি না খুশীতে ভরেছে বুক
মনে মনে আজ স্বপ্নের জাল বুনছি॥
তোমাকে পাওয়ার আনন্দে নিরবধি
মন হতে চায় বাঁধ-ভাঙ্গা এক নদী
সব কাজে ভুল কেন হয় আজ
সুরে সুরে কথা বুনছি।
জানি না নিঠুর ব্যথা দিয়ে অন্তরে
ভুলেছিলে তুমি আমায় কেমন করে
ভালো লাগে তাই আজ সারাদিন
পাখীদের গান শুনছি॥

(২)

কথা :—শিবদাস বন্দোপাধ্যায়।
কণ্ঠ :—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

দিন নেই রাত নেই
সকাল দুপুর নেই
মানুষের শুধু হাহাকার।
মন্দিরে মসজিদে
গীর্জার সঙ্গীতে
দাও দাও শুধু চিৎকার॥
সোনার গোলক যেন
সোনার হরিণ হয়ে
দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।
সোনার পিছনে ছুটে
পৃথিবীর যত লোক
দিনরাত ঘুরপাক খাচ্ছে॥

(৩)

কথা :—শিবদাস বন্দোপাধ্যায়।
কণ্ঠ :—পাপিয়া ব্রহ্মচারী।

এই চাঁদ মুখ দেখে আহা, চাঁদ মানে হার
মেঘে মুখ লুকাবে সে লাজে
কে এমন আছে বলো, কোন্ রূপকার
তোমায় সাজাতে পারে সাজে॥
ঐ দুটি চোখে আঁকা কাজল-রেখা
যেন মায়াবিনী হরিণী সে দিয়েছে-দেখা
নীল দুটি অধরে যে গোলাপ হাসে
কি দিয়ে সাজাব ভেবে পাইনা যে॥
কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপ্
কে যেন দিয়েছে জ্বেলে সাঁঝের প্রদীপ।
বড় ভালো লাগে আহা, করবী ঢাকা
বেন ভুল করে প্রজাপতি মেলেছে পাখা
এই ফুলে মধু নিতে ভ্রমর আসে
কি দেব তুলনা ভেবে পাইনা যে॥

(৪)

কথা :—শিবদাস বন্দোপাধ্যায়।
কণ্ঠ :—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আমি আজ ভেবেছি মনে
বধুর সাথে আজ নিরালায়
দেখা হবে সংগোপনে॥
আদর করে ডাকবো কাজে
আসবে মানিনী
আড়াল করে দেখ্‌ব চেয়ে
রূপের লাবনী
দু'টি হাত রাখব ধরে
গভীর গোপনে॥
চোখে চোখে কথা হবে আল্‌তো হাসির টানে
কেউ-না-বোঝে বুঝুক যে জানে সে জানে।
আল্‌তো হাসির মানে॥
রসের কথা বলবে কত
আমার সজনী
মনের মিতা থাকবে পাশে
জাগব রজনী
মুখোমুখী রইব বসে
আমরা দু'জনে॥

(৫)

কথা :—শিবদাস বন্দোপাধ্যায়।
কণ্ঠ :—অনুপ ঘোষাল।

শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ
একটি মাসের দু'টি পক্ষ
আমার উনি প্রথম পক্ষ খুশির সীমা নাই।
কখন বধুর দেখা পাই
মনটা আনচান করে তাই॥

আয়না, চুড়ি বেলোয়ারী
ধাক্কা-মারা-পাড়ের শাড়ি
ফুলের তেলের শিশি, পাউডার

এনেছি সব তাই :
কখন বধুর দেখা পাই
মনটা আনচান করে তাই।

(৬)

কথা :—শিবদাস বন্দোপাধ্যায়।
কণ্ঠ :—অনুপ ঘোষাল।

আমি আজ ভেবেছি মনে
বধুর সাথে আজ নিরালায়
দেখা হবে সংগোপনে।
আদর করে ডাকবো কাছে
আসবে মানিনী
আড়াল করে দেখ্‌ব চেয়ে
রূপের লাবনি
দু'টি হাত রাখব ধরে
গভীর গোপনে॥
চোখে চোখে কথা হবে আল্‌তো হাসির টানে
কেউ-না-বোঝে বুঝুক যে জানে সে জানে॥
আল্‌তো হাসির মানে।
রসের কথা বলবে কত
আমার সজনী
মনের মিতা থাকবে পাশে
জাগব রজনী
মুখোমুখি রইব বসে
আমরা দু'জনে॥

আমাদের পরিবেশনায় আগামী ছাং

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায়

ইউ.বি.প্রোডাকসন্সের দুঃসাহসিক ছবি

সন্ধান

রচনা ও পরিচালনা উমানাথ ভট্টাচার্য সংগীত পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

মিতালী ফিল্মস প্রাঃ লিঃ ৪৭, লেনিন সরণি, কলি-১৩